দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

22

ওসমানী মেডিকেল কলেজে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত

সিলেট অফিস ।। সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে 'গণভোট' গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় কলেজ অধ্যক্ষের বাসভবনে তাহার সহিত জেলা আওয়ামী লীগ, জেলা বিএনপি ও জেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দের এক জরুরী

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

ওসমানী মেডিক্যাল

(৩য় পৃঃ পর)

বৈঠকে আগামী ৩ ডিসেম্বরে একই সাথে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পক্ষে বিপক্ষে আহুত গণভোট' নিয়া আলোচনার পর কেবল ছাত্র রাজনীতি কলেজে চলিবে কি না সে ব্যাপারে গণভোট আয়োজনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ ৩ ডিসেম্বরের গণভোট স্থগিত করিয়া সুবিধামত স্বল্পতম সময়ে ইহার আয়োজন করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের অশান্ত পরিস্থিতিতে ১৯৯৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে এক 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে কলেজের ৬১ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে রায় প্রদান করে। ইহার ফলে কলেজ ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরিয়া রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত থাকে।

সম্প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষ হঠাৎ গত ২৭ নভেম্বর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সমর্থকসহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহা নিয়া ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হইয়া উঠিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ২৭ নভেম্বরের ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত এবং ছাত্র সংসদ ও ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে গণভোট অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ইহা নিয়াও সৃষ্টি হয় আর এক বিরোধ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক পক্ষ ইহা মানিয়া নিলেও অন্য পক্ষ একই সাথে দুইটি বিষয়ে গণভোট আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শুধু মাত্র ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে গণভোট আয়োজনের আহ্বান জানায়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ২৭ নভেম্বরের গণভোট পিছাইয়া ৩ ডিসেম্বর ইহা অনুষ্ঠানের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করেন। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কলেজ অধ্যক্ষ ও রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্যে জরুরী সভা হয়।